কচ্ছপ বাঁচাতে অক্লান্ত পরিশ্রম শ্রীবাসের

নিজস্ব সংবাদদাতা, খানাকুল ঃ হারিয়ে যাচ্ছে বিভিন্ন ধরনের প্রাণী। তাদের মধ্যে একটি হল কচ্ছপ। দেশি কচ্ছপ এখন আর দেখাই যায় না। মাঝে মাঝে দেখা গেলেও মাংসের লোভে অনেকে তা খেয়ে ফেলছে। কেউ আবার চড়া দামে বিক্রি করে দিচ্ছে। এইসব কচ্ছপ এখন অস্তিত্বের সংকটে। তাই একটি কচ্ছপ ধরাপড়ার ঘটনার খবর পেয়ে তাকে বাঁচাতে সারা দিন অক্লান্ত পরিশ্রম করলেন হুগলির খানাকুলের নন্দনপুরের যুবক শ্রীবাস ভৌমিক। বর্তমানে শ্রীবাস এম এ পাশ করে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন। এছাড়াও তিনি প্যারালিগাল ভলেনটিয়ার-এর সদস্য। শ্রীবাস জানান, শনিবার সকালে স্থানীয় একটি খালে এক ব্যক্তি একটি কচ্ছপ ধরেন। তিনি টিউশনি করে বাড়ি ফেরার পথে বন্ধুদের কাছে তা জানতে পারেন। এরপর তিনি ওই কচ্ছপটিকে

বামদিকে উদ্ধার হওয়া কচ্ছপ। ডানদিকে দুই বন্ধুর মাঝে শ্রীবাস। ছবি- নিজস্ব

বাঁচাতে লড়াইয়ে নামেন। প্রথমে ওই বন্ধুদের সঙ্গে নিয়ে কচ্ছপ উদ্ধারকারী ব্যক্তির বাড়িতে যান। সেখানে গিয়ে তাঁকে বোঝান ওটিকে মেরে ফেলা ঠিক নয়। কিন্তু ওই ব্যক্তি প্রথমে কিছুতেই বুঝতে চাননি। তাঁকে পুলিশের ভয় দেখিয়ে কোনও লাভ হয়নি। তাই কিছু টাকা দিয়ে শ্রীবাস কচ্ছপটিকে সেখান থেকে উদ্ধার করেন। কিন্তু আসল লড়াই শুরু হয় এরপর। কচ্ছপটিকে তার সঠিক জায়গায় ফেরাতে গিয়ে তিনি একের পর এক বাধার সম্মুখীন হন। প্রথমেই তিনি যোগাযোগ করেছিলেন কোয়গরের এক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সঙ্গে। কিন্তু তারা কোনও রকম সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতে পারেনি। তখন শ্রীবাস কচ্ছপটিকে নিয়ে ছুটে যান খানাকুল থানায়। এছাড়াও তিনি পাশাপাশি প্যারালিগ্যাল ভলেনটিয়ার দপ্তরের উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষকেও জানান। সেখান থেকে ফোন করা হয় খানাকুল থানায়। খানাকুল থানা যোগাযোগ করে আরামবাগ চাঁদুর অফিসের সঙ্গে। এরপর কেটে যায় বেশ কয়েক ঘন্টা। এদিকে তখন সন্ধ্যা নেমেছে, প্রাকৃতিক বিপর্যয় শুরু হয়েছে, ঝড়-বৃষ্টি দেখা দিয়েছে। কচ্ছপ নিয়ে খানাকুল থানায় অপেক্ষা করতে থাকেন শ্রীবাস। রাত নটার সময় সেখানে পৌঁছান চাঁদুরবিট অফিসার একেশ্বর ভুঁইয়া। শ্রীবাস তখন কচ্ছপটিকে বিট অফিসারের হাতে তুলে দেন। শ্রীবাসের এই উদ্যোগে এলাকার মানুষ খুশি। একটা বিরল প্রাণীকে বাঁচাতে মেভাবে সারাদিন পরিশ্রম করলেন তার জন্য কোনও প্রশংসাই যথেষ্ট নয় বলে এক পুলিশ অফিসার জানিয়েছেন। গ্রামবাসীদের কথায়, শ্রীবাসের মতো সকলেই যদি বিরল প্রাণীদের বাঁচিয়ে রাখতে উদ্যোগী হয় তাহলে আগামী দিনে যে এই পৃথিবী আরও সুন্দর হয়ে উঠবে তার কোনও সন্দেহ নেই।

বিজেপির টেন্ট ভাঙচুরের অভিযোগ

নিজস্ব সংবাদদাতা, চুঁচুড়া ঃ বিজেপি কর্মীদের মারধর ও তাঁদের জলছত্র করার জন্য আয়োজিত টেন্টে ভাঙচুরের অভিযোগ উঠল তৃণমূলের বিরুদ্ধে। রবিবার চাঞ্চল্যকর এই ঘটনাটি ঘটেছে হুগলির চুঁচুড়া থানার অন্তর্গত ওলাইচণ্ডীতলায়। ঘটনা প্রসঙ্গে জানা যায়, প্রত্যেক বারের ন্যায় এবারেও ওলাইচণ্ডীতলা মন্দির কমিটি পয়লা বৈশাখের সকালে সমাজের আর্থিক দিক থেকে পিছিয়ে পড়া মানুষদের জন্য বস্ত্রদানের আয়োজন করে থাকে। প্রত্যেকবারই সেই বস্ত্র নিতে ভোর থেকে ভিড় জমান হাজারের বেশি মানুষ। গরমে টানা কয়েক ঘন্টা দাঁড়িয়ে থাকায় অনেকেই অসুস্থ বোধ করতে পারেন সেই কথা মাথায় রেখেই এবারে ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষ থেকে মন্দিরের সামনে জলছত্র খোলা হয়। যেখানে থেকে সাধারণ মানুষদের হাতে পানীয় জলের পাশাপাশি

পয়লা বৈশাখের শুভেচ্ছা বার্তা উপলক্ষ্যে বিস্কুট ও মিষ্টি বিতরণ করার আয়োজন করা হয়েছিল। অভিযোগ, সকালে স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব স্বপন দত্ত ও ভূটান চন্দের নেতৃত্বে তৃণমূলের দলবল এসে বিজেপির সেই জলছত্রের জন্য আয়োজিত টেন্টে ভাঙচুর চালায়। পাশাপাশি বিজেপি কর্মীদের মারধর করা হয় বলেও অভিযোগ। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয় চুঁচুড়া থানার পুলিশ। যদিও অভিযোগ অস্বীকার করেছেন স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব। তাঁদের বক্তব্য, বছরের পর বছর ধরে ওলাইচণ্ডীতলা মন্দির কমিটি এদিন বস্ত্র বিতরণের আয়োজন করে থাকে। এবারে সেখানে রাজনীতি করতে উপস্থিত হয়েছিল ভারতীয় জনতা পার্টি। পাশাপাশি এই এলাকায় জলছত্র করায় রাস্তায় ব্যাপক যানজটের সৃষ্টি হচ্ছিল। আমরা তাঁদেরকে অনুরোধ করেছিলাম সেখান থেকে সরে যেতে। সামান্য ধাক্কাধাক্কিতে তাদের একটি টেবিল পড়ে যেতে পারে। আমরা কাউকে মারধর করিনি বা ভাঙচুর করিনি।

রিষড়ায় মাতৃসদন হাসপাতালের শিলান্যাস

নিজস্ব সংবাদদাতা, রিষড়া ঃ হুগলির রিষড়া পৌরবাসীর তথা জেলাবাসীর দীর্ঘদিনের স্বপ্নপূরণ হল রিষড়া মাতৃসদন হাসপাতালের শিলান্যাসের মধ্যে দিয়ে। রবিবার ১ বৈশাখে এই হাসপাতালের শিলান্যাস করেন সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। এছাড়াও এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শ্রীরামপুরের বিধায়ক সুদীপ্ত রায়সহ রিষড়া পৌরসভার জনপ্রতিনিধিরা। শিলান্যাসের পর পৌরপ্রধান বিজয় সাগর মিশ্র জানান, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় রিষড়াবাসীর ও জেলাবাসীর দীর্ঘ দিনের স্বপ্নপূরণে নবরূপে নবসাজে নির্মিত হচ্ছে এই হাসপাতাল। রিষড়া পৌরসভা পরিচালিত একটি পাঁচতলা বিশিষ্ট পূর্ণাঙ্গ হসপাতাল যা হুগলি জেলায় প্রথম হতে চলেছে। এখানে থাকছে প্রসূতি ও স্ত্রী বিভাগ, আই সি সি ইউ, আই টি ইউ, জেনারেল মেডিসিন, এন আই সি ইউ, জেনারেল সার্জারি, চক্ষুরোগের চিকিৎসা ও সার্জারি বিভাগ। এছাড়াও থাকছে রোগীদের সুবিধার জন্য ন্যায্যমূল্যের ওষুধের দোকান। এই মাতৃসদন হাসপাতালটি পুরোটাই শীততাপ নিয়ন্ত্রিত করা হবে। এখানে রাজ্যের বেশ কিছু বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের পরিষেবা পাওয়া যাবে বলে জানা গেছে। আগামী এক থেকে দেড় বছরের মধ্যে এই হাসপাতালটি জনসাধারণের জন্য খুলে দেওয়া হবে। এই মাতৃসদন হাসপাতালটি পুরোপুরি স্পেশালিটি পরিষেবা, ইন্ডোর ও আউটডোর বিভাগের চিকিৎসা পরিষেবাও পাবেন রোগীরা।

গোঘাটে মাঠ ও খুঁটিপুজো

নিজস্ব সংবাদদাতা, গোঘাট ঃ খেলাপ্রেমিক গ্রামের মানুষজনেরা প্রতি বছরের ন্যায় এই দিনটিতে বল পুজোর সাথে সাথে খুঁটি পুজোর আয়োজন করেন। হুগলির গোঘাটের কুমুড়াসা অঞ্চলের হরিহরপুর গ্রামের একমাত্র খেলার মাঠটিতে পুরোহিত দিয়ে খুঁটি পুজো করা হল। এই উপলক্ষ্যে আট থেকে আশি বছরের বহু মানুষ উপস্থিত ছিলেন। এই গ্রামের সদস্য সুবীর পাল বলেন, আমরা প্রতিবছর মিলিত হয়ে এই পুজোর আয়োজন করে থাকি। এই অনুষ্ঠানে এলাকার মানুষের পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন বালিবেলা স্কুলের শিক্ষক রাজীব চক্রবর্তীসহ বহু বিশিষ্ট মানুষজন। পুজো শেষে সকলকে মিষ্টি মুখ করানো হয়।

আরামবাগে পথ দুর্ঘটনায় মৃত বাইক আরোহী

নিজস্ব সংবাদদাতা, আরামবাগ ঃ শনিবার রাতে হুগলির আরামবাগের বসন্তপুর থেকে স্টেশন যাওয়ার পথে একটি বাইক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পিচ রাস্তা তৈরি করার মেশিনে ধাক্কা মেরে মৃত্যু হল বাইক চালকের। মৃতের নাম রবীন্দ্র মালিক (২৯)। বাড়ি দক্ষিণ ২৪ পরগনার সন্দেশখালিতে। তিনি আরামবাগে ঠিকাদারীর সর্দার ছিলেন। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, এদিন রাত সাড়ে দশটা নাগাদ একটি বাইক নিয়ে দুজন ব্যক্তি দ্রুত গতিতে যাচ্ছিলেন। তখন বাইকটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার তৈরির একটি মেশিনে ধাক্কা মারে। দুজনেই রাস্তায় ছিটকে পড়ে গুরুতর জখম হন। স্থানীয়রা দুই বাইক আরোহীকে উদ্ধার করে আরামবাগ মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে চিকিৎসকরা রবীন্দ্রবাবুকে মৃত ঘোষণা করেন এবং অপরজন মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

ছেলের বাইক থেকে পড়ে মৃত্যু মায়ের, জখম ছেলে

নিজস্ব সংবাদদাতা, আরামবাগ ঃ এক পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক মহিলার। মৃতের নাম জয়ন্তী উলাল (৪১)। বাড়ি হুগলির আরামবাগের আসনপুর এলাকায়। স্থানীয় ও প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, রবিবার সকালে তিনি ছেলের বাইকে চেপে চিকিৎসার জন্য গোতান যাচ্ছিলেন। সেই সময় মলয়পুরের সাধুর মোড়ের কাছে পিছন থেকে একটি লরি তাঁদের বাইকে ধাক্কা মারে। তখন বাইকটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে যায়। তাঁরা দুজনেই রাস্তার উপর পড়ে গুরুতর জখম হন। স্থানীয়রা তাঁদের উদ্ধার করে আরামবাগ মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করেন। সেখানে চিকিৎসা চলাকালীন জয়ন্তীদেবীর মৃত্যু হয়। তাঁর ছেলেকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়।

বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু যুবকের

নিজস্ব সংবাদদাতা, আরামবাগ ঃ রবিবার সকালে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মারা গেলেন এক যুবক। মৃত ওই যুবকের নাম পল্টু মণ্ডল (২৬)। বাড়ি হুগলির আরামবাগের শিলালপুর গ্রামে। তিনি পাঞ্জাবে সোনারপার কাজ করতেন। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, তিনি মাস তিনেক আগে পাঞ্জাব থেকে বাড়ি ফিরেছিলেন। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, এদিন সকালে নিজের

বাড়ির একতলা ছাদে নদী থেকে টুল পাম্প দিয়ে জল দেওয়ার সময় অসাবধানতাবশত বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন। সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয়রা তাঁকে উদ্ধার করে আরামবাগ মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত ঘোষণা করেন।

চোর সন্দেহ দুই মহিলা আটক

নিজস্ব সংবাদদাতা, আরামবাগ ঃ রবিবার হুগলির আরামবাগ থানার পুলিশ দুই মহিলাকে চোর সন্দেহ আটক করে। জানা গেছে, রিঙ্কু পাত্র নামে এক মহিলা এদিন শ্বশুরবাড়ির উদ্দেশ্যে আরামবাগের গড়বাড়ি থেকে আরামবাগ বাসস্ট্যান্ডে আসছিলেন। আসার পথে বাসুদেবপুর মোড়ের কাছে দুই মহিলা রিঙ্কুরদেবীর ব্যাগ থেকে এক হাজার টাকা বের করে নেয় এবং সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য যাত্রীরা হাতেনাতে ধরে ফেলেন ওই দুজনকে। তাদের গৌরহাটী মোড়ে বাস থেকে নামিয়ে মারধর করতে করতে পুলিশ হাতে তুলে দেয় বাসযাত্রীরা। অন্যান্য যাত্রীদের দাবি, বাসে প্রায়ই এধরনের ঘটনার ঘটছে।

নববর্ষে হুগলির চণ্ডীতলা বিধানসভা এলাকায় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে চণ্ডীতলার বিভিন্ন জায়গায় সাধারণ মানুষের হাতে গোলাপ ফুল দিয়ে সম্বর্ধনা জানান তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সহসভাপতি সুবীর মুখোপাধ্যায়।

সিভিক ভলেনটিয়ার ও তার ভাই গ্রেফতার

নিজস্ব সংবাদদাতা, গোঘাট ঃ প্রতিবছরের ন্যায় শিবরে গাজন উপলক্ষ্যে বহু সন্ন্যাসী শিবের গাজন পালন করে থাকেন। সেইরকম হুগলির জেলার গোঘাট থানার অন্তর্গত শুনিয়া গ্রামে মণ্ডলপাড়াতে শিবের গাজন অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু রাত গাজনের দিন সন্ন্যাসীদের মারধর ও গলার উত্তরণ খুলে নেওয়ার অভিযোগ ওঠে। শিবপ্রসাদ মণ্ডল, প্রশান্ত মণ্ডলের অভিযোগের ভিত্তিতে গোঘাট থানার সিভিক পুলিশ শুভেন্দু মণ্ডল ও তার ভাই তপেন্দ্র মণ্ডলকে গোঘাট থানার পুলিশ গ্রেফতার করে। শুভেন্দু বলেন, উচ্চস্বরে মাইক চালানো নিষেধ করার জন্য এরকম একটা ঘটনা ঘটে।

হালখাতা উপলক্ষ্যে তারকেশ্বর মন্দিরে ব্যবসায়ীদের ভিড়

নিজস্ব সংবাদদাতা, তারকেশ্বর ঃ নববর্ষ উপলক্ষ্যে সাধারণ যাত্রী থেকে এলাকার ব্যবসায়ী মহল সবাই ভিড় জমান হুগলির তারকেশ্বরে বাবা তারকনাথের মন্দিরে। এদিন সকাল থেকেই মন্দিরে দর্শনার্থীদের ভিড় উপচে পড়ে। গাজনমেলা উপলক্ষ্যে বহু সন্ন্যাসী ও পুণ্যার্থী কিছুদিন ধরেই ভিড় জমিয়ে ছিলেন। নববর্ষ উপলক্ষ্যে দুধপুকুরে স্নান করেন সকল পুণ্যার্থীরা। এদিকে স্থানীয় ব্যবসায়ীরা মনে করেন নববর্ষের দিনে তাঁদের ব্যবসার নতুন হালখাতার শুভ উদ্বোধন বাবা তারকনাথের চরণ স্পর্শে হলে সারা বছর খুব ভালো ব্যবসা হবে। তাই সকাল সকাল ব্যবসায়ীরা নতুন খাতা, গণেশ মূর্তি, ফল, ফুল ইত্যাদি নিয়ে মন্দির প্রাঙ্গনে ভিড় জমিয়েছিলেন। এছাড়াও নববর্ষ উপলক্ষ্যে এই জেলা ছাড়াও পাশাপাশি জেলা থেকে পুণ্যার্থীরা এসে বাবার মাথায় জল ঢালেন। বাবা তারকনাথের মন্দিরে দর্শনার্থীদের ভিড় সামলানোর জন্য প্রশাসনিক ব্যবস্থা জোরদার করা হয়।

আমি কাজকে ভালোবাসি, পদকে নয় ঃ মানিক রায়

সঞ্জীব ঘোষ ● গোঘাট

প্রধান মানিক রায়

শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবহন ও বিশুদ্ধ জল সরবরাহে বাম আমলকে টেক্কা দিলো হুগলির আরামবাগ মহকুমার গোঘাটের হাজিপুর গ্রাম পঞ্চায়েত। এই পঞ্চায়েত ১২টি সংসদ নিয়ে গঠিত। ১৪টি মৌজার ভৌগোলিক আয়তন ৫৪৯৭৬৯ একর। মোট পরিবারের সংখ্যা ৩১৩৯। মোট জনসংখ্যা ১৬৪০০ জন। এই পঞ্চায়েতে এবার শাসক তৃণমূল গত ৫ বছরের উন্নয়নকে সামনে রেখে আবার পঞ্চায়েত জয় করে মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে উন্নয়ন করতে চাই। এই ৫ বছরে যা উন্নয়ন হয়েছে বিগত ৩৪ বছরেও এতো উন্নয়ন দেখা যায়নি। হাজিপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মানিক রায় পঞ্চায়েতের বিভিন্ন কাজে কাজে সদা তৎপর। এর জন্য তিনি পঞ্চায়েতের সবার কাছে জনপ্রিয়। উপপ্রধান আইনুদ্দিন শা পঞ্চায়েতের কাজে সর্বদা আগ্রহী এবং প্রধানকে সবরকম সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন। হাজিপুরের গৃহবধূ মালা সাঁতরা জানালেন, আগের থেকে আমাদের গ্রাম এখন অনেক উন্নত। আর এই উন্নয়নের কাজ করেছেন আমাদের মুখ্যমন্ত্রী তথা দিদিমণি। আমরা গরিব মানুষ। দিন এনে দিন খাই। কিন্তু দিদিমণির সরকার সবুজসাথী, কন্যাশ্রী, রূপশ্রীর মতো বিভিন্ন প্রকল্প চালু করে আমাদের পরিবারের মেয়েদের পড়াশোনা ও অন্যান্য দিকে প্রচুর সুযোগ করে দিয়েছেন। তাছাড়া রাস্তাঘাট ও পানীয় জলের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। কোথাও ঢালাই রাস্তা, কোথাও বা পিচ রাস্তা তৈরি হয়েছে। ছেলেমেয়েরা আরও বেশি সংখ্যায় স্কুলমুখী হয়েছে। আজ বাড়ির কাছে শৌচালয়, প্রধানমন্ত্রী আবাসনের পাকা বাড়ি পেয়ে জীবনযাত্রার মানন্নোয়ন হয়েছে। স্কুলের এক ছাত্রী পায়েল সাঁতরা জানায়, আমরা আজ সাইকেলে করে স্কুলে যেতে পারছি। তাছাড়া আমাদের স্কুল যেতে হলে এক হাঁটু কাদা পেরিয়ে যেতে হত। কিন্তু এখন সেই রাস্তা ঢালাই করে দেওয়ার জন্য আমাদের আর কষ্ট হয় না। অনেক উন্নতি হয়েছে যা আগে কখনও দেখিনি। এপ্রসঙ্গে হাজিপুরের প্রধান মানিক রায় জানান, আমাদের পঞ্চায়েত হুগলি জেলার শেষ আর পশ্চিম মেদিনীপুরের শুরু। এই গ্রাম পঞ্চায়েতে ২টি হাইস্কুল, ১টি জুনিয়ার হাইস্কুল, ১৩টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ৩টি শিশুশিক্ষা কেন্দ্র, ২৩টি আই সি ডি এস কেন্দ্র এবং সর্বসাধারণের জন্য একটি পাঠাগার রয়েছে। স্বাস্থ্য পরিষেবার দিকে আমাদের গ্রাম পঞ্চায়েত যথেষ্ট উন্নত। ১২টি গ্রামীণ স্বাস্থ্য ও পুষ্টি কমিটি, ১টি হাজিপুর সদন উপস্বাস্থ্যকেন্দ্র এছাড়া একটি প্রাণী চিকিৎসাকেন্দ্র, একটি হোমিওপ্যাথি কেন্দ্র রয়েছে। গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রত্যেক পাড়ায় পাড়ায় জল কষ্ট দূর করতে ১৭৫টি নলকূপ বসানো হয়েছে। এছাড়া চাষের জন্য জলের ব্যবস্থা, চারটি সজলধারা। এছাড়া এই গ্রাম পঞ্চায়েতের পাবার ৫টি মৌজাতে পানীয় জলের সুব্যবস্থার জন্য

হাজিপুর গ্রাম পঞ্চায়েত

পিএইচই বসানো হয়েছে। তাছাড়া ডাটপুর গ্রামে ৭টি মৌজার সকল পরিবারের জন্য পিএইচই-র পানীয় জলের সুব্যবস্থা করা হয়েছে। গরিব মানুষদের জন্য পেনসন প্রকল্পের বার্ধক্য ভাতা এবং ২২৯জনকে বিধবা ভাতা দেওয়া হয়। নির্মল বাংলা অভিযানে ৯৯৩টি শৌচাগার নির্মাণ করা হয়েছে। আর মিশন নির্মল বাংলা অভিযানে নির্মিত শৌচাগারের সংখ্যা ৬১৪টি। এছাড়া সর্বসাধারণের জন্য ১৪টি শৌচাগার নির্মাণ করা হয়েছে। প্রধান আরও জানান, প্রায় ১০০ শতাংশ কাজ করা হয়েছে মানুষের সুবিধার জন্য। মানুষ সুযোগ দিলে আবারও মানুষের পাশে থেকে কাজ করব। আমি কাজকে ভালোবাসি, পদকে নয়। আমার সঙ্গে কর্মচারীদের সহযোগিতা না থাকলে এরকম উন্নয়নমূলক কাজ করা আমার একার পক্ষে সম্ভব হত না।

বেড়াতে আসুন কামারপুকুরে

কামারপুকুর মঠের মেইন গেটের পাশে থাকা ও খাওয়ার সুব্যবস্থা আছে
যোগাযোগ ঃ বাসুদেব নন্দ্য, কামারপুকুর
ফোন ঃ ৯৭৩৩৫৯৫৬৬৯

ফোন- ০৩২১১-২৫৬৯৫০/মোঃ ৯৭৩২৮৪৩৬৭৭
নিরোগ ডায়াগনস্টিক
আরামবাগ(কোর্ট রোড), হুগলী
●সিটি স্ক্যান ●ডিজিটাল এক্সরে ●আল্ট্রাসোনোগ্রাফি ●কালার ডপলার ●ইকোকার্ডিওগ্রাফী ●প্যাথলজি ●এফ.এন.এ.সি. ●ই এম জি এন সি ভি ●বায়োপ্সি ●ই.ই.জি. ●ই.সি.জি
Dr. Nischay R, M.D. D.M.
প্রতি ইং মাসের প্রথম ও তৃতীয় রবিবার এন্ডোসকপি ও কোলোনসকপি করা হবে।